তারিখ ... 03 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... 2 ...

নতুন স্কেলে বেতন পেতে আন্দোলনে যাচ্ছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন পেতে আন্দোলনে যাচ্ছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত (বেতন বাবদ সরকারি অনুদান পাওয়া) শিক্ষক-কর্মচারীরা।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ১১টি সংগঠনের মোর্চা জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এই আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। অবিলম্বে নতুন স্কেলে বেতন দেওয়ার দিন-তারিখ উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপন জারিসহ ২১ দফা দাবিতে তারা মাসব্যাপী কর্মসূচি পালন করবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ।

প্রায় আড়াই মাস আগে (২০ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে বলেছিল, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরাও গত ১ জুলাই থেকে নতুন বেতন স্কেলে বেতন পাবেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় গতকালও এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চার মাসের বকেয়াসহ ডিসেম্বর মাস (জানুয়ারিতে উত্তোলন) থেকে নতুন স্কেলে বেতন পাচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে তিনি নিজে গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয়ে যান। ওই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা তাঁকে জানিয়েছেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এই কর্মকর্তা বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা যাতে মার্চ মাসের বেতন নতুন স্কেলে পেতে পারেন, এ জন্য চেষ্টা চলছে।

তবে আরেকজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, বিষয়টি বাইরে থেকে যত সহজে বলা হচ্ছে আসলে এতটা সহজ নয়। কারণ বিদ্যমান এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রতি মাসে রাষ্ট্রের ব্যয় হয় ৬০০ কোটির কিছু বেশি টাকা। নতুন স্কেলে বেতন দেওয়া হলে প্রতি মাসে আরও প্রায় ৪০০ কোটি টাকা লাগবে। বিদ্যমান বাজেটে এই টাকার সংস্থান নেই। এটা কীভাবে হবে, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা আশা করছেন শিগগিরই বিষয়টি সুরাহা হবে এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা নতুন স্কেলে বেতন পাবেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে : ৬ থেকে ৮ মার্চের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন, ১২ মার্চ উপজেলা সদরে সমাবেশ শেষে ইউএনওর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি, ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জেলা সদরে মানববন্ধন এবং ২৪ মার্চ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হবে।